রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মে ১৮, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ বৈশাখ ১৪১৫/১৩ মে ২০০৮

নং প্রকবৈকম-০২/০০০৪(৩)/২০০২(অংশ-১)/৩৮৫—প্রস্তাবনা ঃ কর্মজীবী বাংলাদেশীদের অনেকেই বিদেশে অবস্থানপূর্বক অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রেরণ করিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিতেছে। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের উল্লেখযোগ্য অংশ প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ হইতে অর্জিত হইতেছে। এই ক্ষেত্রে মধ্য ও নিু শ্রেণীর কর্মজীবীদের সংখ্যাই অধিক। তাহাদের এই অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হইয়াছে।

উদ্দেশ্য ঃ এই নীতিমালার উদ্দেশ্য নিুরূপ ঃ—

(ক) প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইলে তাহারা বৈধভাবে রেমিটেন্স প্রেরণে অধিকতর উৎসাহিত হইবে।

(খ) এই সব সুবিধাদি রেমিটেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখিতে তাহাদের অনুপ্রাণিত করিবে।

দেশের অর্থনীতিতে তাহাদের এই গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার প্রতি বছর ন্যূনপক্ষে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) মার্কিন ডলার/সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বৈধ চ্যানেলের মাধ্যমে প্রেরণকারী প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিশেষ সুবিধাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

উক্ত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ নীতিমালা (Policy) প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **শিরোনাম**।—এই নীতিমালা "রেমিটেন্স প্রেরণকারী প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিশেষ নাগরিক সুবিধা প্রদান নীতিমালা, ২০০৮" নামে অভিহিত হইবে।

২। **সুবিধা প্রত্যাশীদের শ্রেণীবিন্যাস**।—প্রতিবছর বিদেশ থেকে মার্কিন ডলার/সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী প্রার্থীদের শ্রেণী বিন্যাস নিম্নরূপ হইবে—

(i) ১,০০,০০১ ও তদূর্ধ্ব মার্কিন ডলার/সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী - ক শ্রেণী

(ii) ৫,০০০-১,০০,০০০ মার্কিন ডলার/সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী - খ শ্রেণী

৩। **সুবিধা প্রত্যাশী নির্বাচনের যোগ্যতা**।—(i) একটি ক্যালেন্ডার বছরের জন্য পূর্ববর্তী অর্থ বছরে বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে ন্যূনতম ৫০০০ মার্কিন ডলার/সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশে প্রেরণ, এবং

(ii) নগদায়নের সনদপত্র/বৈধভাবে টাকা প্রেরণের প্রমানপত্র।

৪। **সুবিধা প্রত্যাশীদের অযোগ্যতা**।—নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি সুবিধা প্রত্যাশী হিসাবে নির্বাচিত হইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যথা ঃ—

(i) সুবিধা প্রত্যাশী হিসাবে নির্বাচিত হইবার জন্য আবেদনকারী দেশে ঋণখেলাপী কিংবা কর খেলাপী হইলে; অথবা

(ii) আবেদনকারী আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হইলে এবং সাজা ভোগ করিবার পর পাঁচ বৎসর সময় অতিবাহিত না হইলে কিংবা অন্য কোন কারণে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বিবেচিত হইলে; অথবা

(iii) সুবিধা প্রত্যাশী হিসাবে নির্বাচিত হইবার জন্য আবেদনকারী ভুল তথ্য প্রদান করিলে এবং যদি উক্ত ভুল প্রমাণিত হয় তাহা হইলে কোন ব্যক্তি সুবিধা প্রত্যাশী হিসাবে নির্বাচিত হইয়া থাকিলেও তিনি অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং কার্ড বাতিল করা হইবে। ইহা ছাড়া তিনি ভবিষ্যতে সুবিধা প্রত্যাশী হিসাবে নির্বাচিত হইবার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন না।

৫। **আবেদনপত্র দাখিলের নিয়মাবলী**।—সুবিধা প্রত্যাশীকে তফসিল "ক"-তে বর্ণিত ছক অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে।

৬। **সুবিধা প্রত্যাশী নির্বাচন প্রক্রিয়া**।—নির্বাচন প্রক্রিয়া নিম্নরূপ হইবে—

(i) (ক) সুবিধা প্রত্যাশী নির্বাচনের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ এবং বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এই বিষয়ে আবেদনপত্র চাহিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইবে।

(খ) উক্ত বিজ্ঞাপন প্রতিবছর ১ জুন থেকে ৩০ জুনের মধ্যে প্রকাশ করা হইবে।

(ii) সুবিধা প্রত্যাশীকে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসে ১ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই তারিখের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

(iii) সংশ্লিষ্ট দূতাবাস আবেদন ০১ আগস্ট থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যে যাচাই-বাছাইপূর্বক মতামতসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে।

(iv) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গঠিত একটি কমিটি ১ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর তারিখের মধ্যে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যথারীতি যাচাই-বাছাইপূর্বক নির্বাচন করিয়া শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী সুবিধাভোগীদের তালিকা প্রণয়ন করিবে। পরবর্তীতে ১(এক) মাসের মধ্যে উক্ত মন্ত্রণালয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করিবে।

(v) নির্বাচিত বিভিন্ন শ্রেণীর সুবিধাভোগীদের নিকট ১ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের মাধ্যমে কার্ড ইস্যু করা হইবে।

৭। **নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা**।—নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের সুযোগ-সুবিধা শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী নিম্নরূপ—

'ক' শ্রেণীর প্রাপ্ত সুবিধা—

(i) বিদেশ গমন ও বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনে বাংলাদেশ বিমান বন্দরে বিশেষ ইমিগ্রেশন কাউন্টার ও পৃথক কাস্টমস্ ব্যাগেজ কাউন্টার সুবিধা থাকিবে। ইহা ছাড়া বিমানবন্দরে নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের সাহায্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবক ও হেলপ্ ডেস্ক থাকিবে;

(ii) স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও নিজের চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে কেবিনসহ অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(iii) পুলিশ স্টেশন কর্তৃক পরিবারবর্গের নিরাপত্তা প্রদানের ও সম্পদ সংরক্ষণের বিশেষ অগ্রাধিকার পাইবেন;

(iv) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(v) রাজউক বা অন্যান্য সরকারী সংস্থা থেকে ভূমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য নির্ধারিত কোটার বিপরীতে সুবিধাভোগীদের প্রাপ্ত মোট পয়েন্টের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(vi) জমি/ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ও নামজারীর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(vii) বিভিন্ন জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহ কর্তৃক আমন্ত্রণ পাইবেন;

(viii) ভ্রমণের ক্ষেত্রে সড়ক, রেল ও জলযানে আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(ix) বিমান বন্দরে সিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার এবং স্পেশাল হ্যান্ডলিংয়ের সুবিধা পাইবেন;

(x) ফেরত আসা প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিদেশে পুনঃচাকরি প্রাপ্তির লক্ষ্যে পাসপোর্ট নবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন; এবং

(xi) বিমান বন্দরে দ্রুত কাস্টমস্ ক্লিয়ারেন্স সুবিধা পাইবেন ।

'খ' শ্রেণীর প্রাপ্ত সুবিধা—

(i) বিদেশ গমন ও বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনে বাংলাদেশ বিমান বন্দরে বিশেষ ইমিগ্রেশন কাউন্টার ও পৃথক কাস্টমস্ ব্যাগেজ কাউন্টার সুবিধা থাকিবে । ইহা ছাড়া বিমানবন্দরে নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের সাহায্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবক ও হেলপ্ ডেস্ক থাকিবে;

(ii) স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও নিজের চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে কেবিনসহ অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(iii) পুলিশ স্টেশন কর্তৃক পরিবারবর্গের নিরাপত্তা প্রদানের ও সম্পদ সংরক্ষণের অগ্রাধিকার পাইবেন;

(iv) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(v) রাজউক বা অন্যান্য সরকারী সংস্থা থেকে ভূমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য নির্ধারিত কোটার বিপরীতে সুবিধাভোগীদের প্রাপ্ত মোট পয়েন্টের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(vi) জমি/ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন ও নামজারীর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(vii) ফেরত আসা প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিদেশে পুনঃচাকরি প্রাপ্তির লক্ষ্যে পাসপোর্ট নবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন;

(viii) বিমান বন্দরে দ্রুত কাস্টমস্ ক্লিয়ারেন্স সুবিধা পাইবেন।

৮। **সুবিধাভোগীদের প্রাপ্য সুবিধার মেয়াদ।**—(i) নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের সুযোগ-সুবিধা শুধুমাত্র একটি ক্যালেন্ডার বৎসরের জন্য কার্যকর থাকিবে।

(ii) প্রতি বছরের জন্য একই নিয়মে আবেদন করিতে হইবে।

(iii) প্রতি বছরের কার্ড প্রাপ্তিতে একক পয়েন্ট হিসাবে গণনা করা হইবে।

৯। **কার্ড প্রদান।**—(i) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের ২(দুই)টি করে পরিচয়পত্র/কার্ড প্রদান করা হইবে। একটি পরিচয়পত্র/কার্ড সুবিধাভোগীর নিজের এবং অপরটি নমিনীর ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে। আবেদনপত্রে নমিনীর নাম উল্লেখ করা না হইলে শুধু সুবিধাভোগীকে একটি কার্ড প্রদান করা হইবে।

(ii) কার্ডধারীদের বিষয়ে তথ্যাদি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ডাটাব্যাংকে সংরক্ষণ করা হইবে।

১০। **কার্ডের রং**।—শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী সুবিধাভোগী প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিশেষ কার্ডের ব্যবস্থা করা হইবে। 'ক' শ্রেণীর জন্য কার্ডের রং গোলাপী (ম্যাজেন্টা ৬০%) এবং 'খ' শ্রেণীর জন্য কার্ডের রং নীল (সায়ান ১০০%) হইবে।

১১। **বিমান বন্দরে নমিনীর প্রবেশ**।—সুবিধাভোগী প্রবাসী বাংলাদেশীদের বহির্গমনে ও প্রত্যাগমনকালে তাহার নমিনী বিমান বন্দরে প্রবেশ করিতে পারিবে।

১২। **হেলপ্ ডেস্ক**।—বিমান বন্দরে প্রবাসীদের গমন ও প্রত্যাগমনের পথে সুবিধাজনক স্হানে জনশক্তি, কর্মসংস্হান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) হেলপ্ ডেস্ক স্হাপন ও পরিচালনা করিবে।

১৩। **স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ**।—জনশক্তি, কর্মসংস্হান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-এর কল্যাণ ডেস্কের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা বিমান বন্দরে সুবিধাভোগীদের বহির্গমন ও প্রত্যাগমনকালে পালাক্রমে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দায়িত্বপালন করিবেন।

১৪। **এয়ার পোর্ট ট্যাক্সি সার্ভিস**।—প্রবাসীদের প্রত্যাগমনকালে ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস্ ক্লিয়ারেন্সের পর নিজ গন্তব্যস্হলে যাওয়ার সুবিধার্থে বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এয়ার পোর্ট ট্যাক্সি সার্ভিস প্রদানের ব্যবস্হা গ্রহণ করিবে।

১৫। **বিমান বন্দরে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ**।—প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রাপ্য সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে বিমান বন্দরে বিশেষ ইমিগ্রেশন কাউন্টার, পৃথক কাস্টমস্ ব্যাগেজ কাউন্টার, হেলপ্ ডেস্ক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দায়িত্বরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ থাকিতে হইবে।

১৬। **ব্যয় নির্বাহ**।—(i) বাংলাদেশ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল হইতে পরিচয়পত্র/কার্ড প্রস্তুত সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(ii) স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নিয়োজিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আনুষংগিক ব্যয় বাংলাদেশ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল হইতে নির্বাহ করা হইবে।

১৭। **মেয়াদ শেষে কার্ড জমাদান**।—প্রত্যেক সুবিধাভোগী ও তার নমিনী কার্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসে/মন্ত্রণালয়ে কার্ড জমা দিবে।

১৮। **বাস্তবায়ন সেল**।—সুবিধাভোগীদের প্রাপ্য সুবিধা ও অন্যান্য বিষয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে একটি বাস্তবায়ন সেল থাকিবে।

১৯। **সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার**।—সরকার কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতীত সুবিধাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তির সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করিতে পারিবে। ইহা ছাড়া সরকার প্রয়োজনে সুবিধাদি পরিবর্তন/পরিবর্ধন করিতে পারিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী
সচিব।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।